# অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি

**Economic Determinants and Nature of Bangladesh Economy**

**ইউনিট ১২**

**ভূমিকা :** যেকোনো দেশের জন্য অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসমূহের অবস্থান ও অবদান জানা যায়। বাংলাদেশও এসকল নির্ধারক এর আলোকে উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে পৃথিবীর উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা কীরূপ তা আমরা অবগত হতে পারি। বর্তমান ইউনিটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত চিহ্নিত করা যেতে পারে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্পর্ক কীরূপ হবে— তারও একটি রূপরেখা রচনা করা যায়।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮ দিন** |

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ ১২.১: মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদন
পাঠ ১২.২: মাথাপিছু আয়ের ধারণা
পাঠ ১২.৩: দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহ
পাঠ ১২.৪: বিভিন্ন দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা
পাঠ ১২.৫: বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ
পাঠ ১২.৬: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ
পাঠ ১২.৭: উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি
পাঠ ১২.৮: উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

# পাঠ-১২.১ মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদন
## Gross National Product and Gross Domestic Product

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বর্ণনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | মোট জাতীয় উৎপাদন, মোট দেশজ উৎপাদন। |

### মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product–GNP)

অর্থনীতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন ধারণাটি একটি বৃহৎ বা প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের নাগরিকগণ দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলে।

এখানে 'চূড়ান্ত দ্রব্য' বলতে, আলোচ্য সময়কালে যে সকল দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় না এবং ভোক্তা হিসেবে আমরা ভোগ করি সেগুলোকে বুঝায়।

অধ্যাপক র‍্যাগান (Ragan) এবং থমাস (Thomas) এর মতে, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা কোনো অর্থনীতিতে উৎপাদিত হয়, তার সামগ্রিক অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে।"

সূত্র : GNP = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় – দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়।

GNP তে মোট বিনিয়োগ ব্যয় ধরা হয়। এ ধারণাটি স্বল্পকালীন বিষয় বিবেচনার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। GNP ধারণার সাহায্যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। এর সাহায্যে একটি দেশকে অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। GNP হতে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না বা মাথাপিছু আয়ও নির্ণয় করা হয় না। অর্থনীতিবিদরা হঠাৎ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের উত্তরের সম্মুখীন হলে, সেরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তৎক্ষণাৎ GNP ধারণাটি ব্যবহার করে থাকেন।

তবে GNP থেকে মূলধন সামগ্রী ব্যবহার জনিত ব্যয় বা অবচয় ব্যয় (Depreciation Cost) বাদ দিলে নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) পাওয়া যায়। মাথাপিছু আয় নির্ণয়ে NNP ব্যবহৃত হয়। অর্থনৈতিক গুরুত্ব GNP অপেক্ষা NNP এর অধিক হলেও এর ব্যবহার কম।

### মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product–GDP)

জাতীয় আয় নির্ধারণ, সামষ্টিক বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন নীতি নির্ধারণের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP। মোট দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ আয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত (includes) হয় এবং দেশীয় নাগরিক যারা প্রবাসে, তাদের প্রেরিত অর্থ ধরা হয় না।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য এবং উক্ত দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের উপার্জিত আয় এর সমষ্টি (includes) থেকে বিদেশে অবস্থানকারী দেশীয় নাগরিক কর্তৃক বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ বাদ (excludes) দেয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

অর্থাৎ GDP = মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) + উক্ত দেশে অবস্থানকারী বিদেশিদের অর্জিত আয় - বিদেশে অবস্থানকারী দেশীয় নাগরিকদের আয়।

**সমীকরণের সাহায্যে**

সামগ্রীক ব্যয়ের প্রেক্ষিতে তিনখাত বিশিষ্ট বদ্ধ অর্থনীতিতে GDP = C + I + G এবং উন্মুক্ত অর্থনীতিতে বৈদেশিক লেনদেন যুক্ত হলে তখন GDP = C + I + G + $X_n$

এখানে, C = বেসরকারি ভোগ ব্যয়, I = বেসরকারি মোট বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয় এবং $X_n$ = নিট রপ্তানি = X – M, যেখানে X = পণ্যদ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ এবং M = পণ্যদ্রব্য আমদানির পরিমাণ।

**উদাহরণ :** ফেনীর যাত্রাসিদ্দি গ্রামের বাবুল মিঞা জার্মানির একটি কোম্পানিতে মাসিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করেন। তার এই বেতন নিজ দেশে পাঠালে তা GNP তে হিসাব করা হবে। পক্ষান্তরে উক্ত আয় জার্মানির হিসাবে GDP তে বিবেচনা করা হবে।

GNP অপেক্ষা GDP ধারণাটির অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | ক. মোট জাতীয় উৎপাদন এর ধারণাটি লিখুন।<br>খ. মোট দেশজ উৎপাদন এর ধারণাটি লিখুন। |

## সারসংক্ষেপ

- কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের নাগরিকগণ দেশের অভ্যন্তরেও দেশের বাইরে যত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে, তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে।
- নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য এবং উক্ত দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের উপার্জিত আয় এর সমষ্টি থেকে দেশীয় নাগরিককর্তৃক বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

**১। বাংলাদেশের প্রফেসর মি. মোতালেব যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। তাঁর আয় নিজ দেশে কোনটির অন্তর্ভুক্ত?**

(ক) মোট জাতীয় উৎপাদন (খ) মোট দেশজ উৎপাদন (গ) মাথাপিছু আয় (ঘ) প্রত্যক্ষ কর

**২। কোনটি চূড়ান্ত দ্রব্য?**

(ক) গম (গ) চাউল (গ) ময়দা (ঘ) রুটি

**৩। কোনটি মধ্যবর্তী দ্রব্য?**

(ক) বিস্কুট (খ) পাউরুটি (গ) কেক (ঘ) ময়দা

**৪। মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভূক্ত হয়—**

i. দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয়
ii. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়
iii. বিদেশে অবস্থানরত দেশীয়দের আয়

**নিচের কোনটি সঠিক?**

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-১২.২ মাথাপিছু আয়ের ধারণা
## Conception of Per Capita Income

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- মাথাপিছু আয় কীভাবে নির্ণয় করা হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | মাথাপিছু আয়। |

### মাথাপিছু আয় (Per-Capita Income)

সাধারণত মাথাপিছু আয় বলতে জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে কোন দেশের মোট জাতীয় আয়কে ঐ বছরের মধ্যসময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

World Development Report 2010 অনুযায়ী Gross National Income (GNI) Per-Capita is gross national income devided by midyear population.

সূত্র : মাথাপিছু আয় $= \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয় (GNI)}}{\text{ঐ বছরের মধ্যসময়ের মোট জনসংখ্যা}}$

সারণি ১২.২.১ : কয়েকটি দেশের মাথাপিছু আয় (২০১০-২০১২) (মার্কিন ডলার)

| দেশ | মাথাপিছু আয় ($) | |
|---|---|---|
| | World Dev. Report 2010 | World Dev. Report-2012 |
| সুইজারল্যান্ড | ৬৫,৩৩০ | ৭০,৩৫০ |
| নরওয়ে | ৮৭,০৭০ | ৮৫,৩৮০ |
| ডেনমার্ক | ৫৯,১৩০ | ৫৮,৯৮০ |
| জাপান | ৩৮,২১০ | ৪২,১৫০ |
| সিঙ্গাপুর | ৩৪,৭৬০ | ৪০,৯২০ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৪৭,৫৮০ | ৪৭,১৪০ |
| বাংলাদেশ | ৫২০ | ৬৪০ |

উৎস : World Development Report ; 2010, 2012

**২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১৪৬৬ মার্কিন ডলার।***

যদিও বলা হয়, মাথাপিছু আয় হলো যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক। বাস্তবে, মাথাপিছু আয় দ্বারা একটি দেশ বা সমাজের সকল জনগণের সত্যিকার আর্থিক ক্ষমতার স্বরূপ বোঝা যায় না।

যেমন, ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুরে বাংলাদেশের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির জন্ম। কিন্তু তাঁর গ্রামের অন্য সকল জনগণ যদি দরিদ্র কৃষক, স্বল্প আয়ী হয়, তখন উক্ত গ্রামের জনগণের মাথাপিছু আয় নির্ণয় করতে চাইলে, কোনো নির্দিষ্ট বছরের ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির আয়কে দরিদ্র জনগণের আয়ের সাথে যোগ করে ঐ গ্রামের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। মনে করি প্রত্যেক

* অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা xvii

কৃষক এর মাথাপিছু আয় পাওয়া যায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। বাস্তবে এ আয় কৃষকের উন্নয়ন বা জীবনযাত্রার মানের প্রকৃত অবস্থা নির্দেশ করে না।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | `X' নদী ভাঙ্গন কবলিত একটি দরিদ্র জনগোষ্ঠির গ্রাম। সে গ্রামের লোক সংখ্যা ৫২০ জন। উক্ত গ্রামের শিল্পপতি রহমান সাহেব প্রায় ৫০০০ কোটি টাকার মালিক। কিন্তু অন্য সব লোকের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা। প্রতি বছর রহমান সাহেবের আয় ৩০% বৃদ্ধি পেলে উক্ত গ্রামের জনগণের জীবযাত্রার মানের কীরূপ পরিবর্তন হবে, মতামত লিখুন। |

## সারসংক্ষেপ

- কোনো দেশের কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরের মোট জাতীয় আয়কে ঐ বছরের মধ্যসময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। **কোন দেশের মাথাপিছু আয় সর্বনিম্ন?**

(ক) নরওয়ে (খ) ডেনমার্ক

(গ) সিঙ্গাপুর (ঘ) বাংলাদেশ

২। **মাথাপিছু আয় দ্বারা স্বরূপ বোঝা যায়-**

i. জনগণের সত্যিকার আর্থিক ক্ষমতার

ii. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের

iii. জীবনযাত্রার মানের

**নিচের কোনটি সঠিক**

(ক) i. ও ii. (খ) i. ও iii. (গ) ii. ও iii. ঘ i., ii. ও iii.

# পাঠ-১২.৩ দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহ

## Sectors of National Income in Domestic Product

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- দেশজ উৎপাদন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- জাতীয় আয়ের বিভিন্ন খাত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | রাজস্ব কর, কর বহির্ভূত রাজস্ব, প্রত্যক্ষ কর, পরোক্ষ কর, প্রশাসনিক রাজস্ব, বাণিজ্যিক রাজস্ব। |

### দেশজ উৎপাদন

দেশজ উৎপাদন হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টি। এক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত বিদেশিদের আয় এ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয় কিন্তু বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় যুক্ত হয় না।

সরকার জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ আয় করতে হয়। সরকার যে সব উৎস থেকে আয় সংগ্রহ করে থাকে তাকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) রাজস্ব কর (Revenue-Tax) ও (খ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব (Non-Revenue Tax)

বাংলাদেশে সরকারের আয় বা রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ (৮৩ শতাংশ)* আসে রাজস্ব কর হতে যা গঠিত হয় প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সমন্বয়ে। অবশিষ্ট আয় সংগৃহীত হয় কর-বহির্ভূত বিভিন্ন উৎস হতে যেমন : ফি, মাসুল, টোল, জরিমানা ইত্যাদি খাত হতে।

### রাজস্ব কর

সরকার করের মাধ্যমে যে আয় বা রাজস্ব সংগ্রহ করে তাকে রাজস্ব কর বলা হয়।

**কর :** জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণ সরকারের নিকট হতে প্রত্যক্ষ কোনো সুযোগ-সুবিধা বা সেবা ও দ্রব্যসামগ্রী প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে, তাকে কর বলা হয়।

অথবা, রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য নাগরিকের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ-আদায় করা হয়, তাকে কর বলে।

কর দু ধরনের হতে পারে। যথা :

**প্রত্যক্ষ কর :** করের একটি ভার বা বোঝা আছে। প্রথম যে ব্যক্তির উপর কর ধার্য্য করা হয় বা যাকে কর দিতে বাধ্য করা হয়, সে যদি তার উপর আরোপিত কর অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে বা স্থানান্তর করতে না পারে, সেক্ষেত্রে উক্ত করের প্রাথমিক ভার ও সর্বশেষ ভার তার উপর অর্থাৎ একই ব্যক্তি বহন করে। এরূপ করই প্রত্যক্ষ কর। অর্থাৎ যে করের প্রাথমিক ভার ও সর্বশেষ ভার একই ব্যক্তি বহন করে, তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন— আয় কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পদ কর, মুনাফা কর, ব্যাংক সঞ্চয়ের উপর কর ইত্যাদি।

**পরোক্ষ কর :** প্রথম ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হলে সে যদি এ করের ভার অন্য কোনো ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিতে পারে সেরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে। অর্থাৎ এরূপ কর প্রথম যার উপর ধার্য করা হয়, সে প্রাথমিকভাবে করের বোঝা বহন

* অর্থমন্ত্রণালয় (২০১৬), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ৪০

করলেও শেষ পর্যন্ত করের চূড়ান্ত ভার অন্যের উপর পড়ে। যেমন— বিক্রয় কর, মূল্য সংযোজন কর (VAT), আবগারি শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি।

**কর-বহির্ভূত রাজস্ব**

কর ছাড়াও অন্যান্য যে সব উৎস হতে সরকার আয় সংগ্রহ করে, তাকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব বলে। যেমন—

**১. প্রশাসনিক রাজস্ব :** সরকারের নিকট থেকে কোনো বিশেষ উপকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ স্বেচ্ছায় যে অর্থ প্রদান করে, তাকে প্রশাসনিক রাজস্ব বলা হয়। প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে উপজাত হিসেবে (by Product) সরকার এ ধরনের রাজস্ব পেয়ে থাকে। যেমন : কোর্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, রেডিও-টেলিভিশনের লাইসেন্স ফি, আদালতে জরিমানা আদায়, নির্বাচনে জামানত বাজেয়াপ্ত থেকে আয় ইত্যাদি।

**(২) বাণিজ্যিক রাজস্ব :** অনেক দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে বহু প্রতিষ্ঠান ও শিল্প পরিচালিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট সেবা বিক্রয় করে রাষ্ট্র বা সরকার যে অর্থসংগ্রহ করে, তাকে বাণিজ্যিক রাজস্ব বলে। যেমন— রেলওয়ে ও বিমান থেকে ভাড়া, ডাক ও তার বিভাগ থেকে মাশুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন, ব্যাংক-বিমা ও মৌলিক ভারী শিল্প থেকে মুনাফা ইত্যাদি লাভ করে থাকে।

এছাড়াও সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য ব্যক্তি বিশেষের লাভের একটি অংশ আদায়, স্থানীয় কর (ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ); সরকারি ঋণ, সুদ, নোট প্রচলন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, বাধ্যতামূলকভাবে ঋণ, পুরস্কার, টাকশাল, সরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং অনুদান ও দান ইত্যাদি থেকেও যথেষ্ট পরিমান আয় পেয়ে থাকে।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। |

## সারসংক্ষেপ

- জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণ সরকারের নিকট হতে প্রত্যক্ষ কোনো সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।
- প্রথম যে ব্যক্তির উপর কর ধার্য্য করা হয়, তাকেই যদি ঐ কর দিতে বাধ্য করা হয়, সে যদি উক্ত কর অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে না পারে, সে করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন– আয় কর, সম্পদ কর প্রভৃতি।
- প্রথম কোনো ব্যক্তির উপর কর ধার্য্য করা হলে উক্ত কর যদি সে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারে, সেরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে। যেমন– বিক্রয় কর। মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রভৃতি।
- সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোনো বিশেষ উপকারের বিনিময়ে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ স্বেচ্ছায় যে অর্থ প্রদান করে, তাকে প্রশাসনিক রাজস্ব বলে। যেমন– কোর্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি প্রভৃতি।
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের পণ্য/সেবা বিক্রয় করে রাষ্ট্র যে অর্থ সংগ্রহ করে, তাকে বাণিজ্যিক রাজস্ব বলে। যেমন– রেলওয়ে ও বিমান ভাড়া, ডাক ও তার বিভাগ থেকে মাশুল প্রভৃতি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

**১। কোনটি প্রত্যক্ষ কর?**

(ক) বিক্রয় কর (খ) মূল্য সংযোজন কর

(গ) আবগারি শুল্ক (ঘ) মুনাফা কর

**২। কোনটি পরোক্ষ কর?**

(ক) ভূমি রাজস্ব (খ) মূলধনী লাভ কর

(গ) মুনাফা কর (ঘ) বাণিজ্য শুল্ক

**৩। কর বহির্ভূত রাজস্ব কোনগুলো?**

i. প্রশাসনিক রাজস্ব

ii. প্রমোদ কর

iii. টোল

**নিচের কোনটি সঠিক?**

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-১২.৪ বিভিন্ন দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা
## Comparison of GNP, GDP and Per Capita Income of Different Countries

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতির প্রেক্ষিতে জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ, GDP, মাথাপিছু GDP। |

বিশ্বব্যাংক (World Bank) মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশসমূহকে চার শ্রেণিতে বিভাজন করেন। যথা: (১) নিম্ন শ্রেণির আয়ের দেশ, (২) নিম্ন মধ্য শ্রেণির আয়ের দেশ, (৩) উচ্চ মধ্য শ্রেণির আয়ের দেশ এবং (৪) উচ্চ শ্রেণির আয়ের দেশ।

কিন্তু মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, কার্যকর অর্থব্যবস্থার প্রেক্ষিতে প্রচলিত অর্থে পৃথিবীর দেশসমূহকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা—

ক. উন্নত দেশ। যেমন— যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন।

খ. অনুন্নত দেশ। যেমন— সিয়েরা লিওন, ইথিওপিয়া।

গ. উন্নয়নশীল দেশ। যেমন— বাংলাদেশ।

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে নিম্নে তিন শ্রেণির দেশের আর্থিক সূচকের তুলনা তুলে ধরা হলো :

**যুক্তরাষ্ট্র :** একটি উন্নত দেশ। 2015 ও 2016 সালে যুক্তরাষ্ট্রের GDP ছিল 18.558 (নমিনাল বা আর্থিক) ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (2016)। GDP এর প্রবৃদ্ধি 2.6 শতাংশ (2015) এবং মাথাপিছু GDP 57,220 মার্কিন ডলার (2016)[*1]

**জাপান :** একটি উন্নত দেশ। 2016 সালে জাপানের GDP 4.41 ট্রিলিয়ন (নমিনাল) মার্কিন ডলার। মাথাপিছু GDP (নমিনাল-2016) 34,870 মার্কিন ডলার এবং 2015 সালের হিসেবে বার্ষিক GDP প্রবৃদ্ধি[*2] – 1.4%।

**চীন :** নিকট অতীতে চীন উন্নয়নশীল দেশ হলেও বর্তমানে চীন একটি উন্নত দেশ। 2016 সালের হিসেব অনুযায়ী চীনের GDP 11.38 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (নমিনাল), বার্ষিক GDP এর প্রবৃদ্ধি 6.9% (2015); মাথাপিছু GDP 6,807.43 (2013); 8,240 (2016) (নমিনাল) মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) 11,850 (2013) মার্কিন ডলার।

**সিয়েরা লিওন :** এটি আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত একটি অনুন্নত দেশ। 2012 সালের হিসেব অনুযায়ী সিয়েরা লিয়ন এর GDP 8.412 বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

**ইথিওপিয়া :** ইথিওপিয়াও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত একটি অনুন্নত দেশ। এর GDP 132 বিলিয়ন (2014) মার্কিন ডলার। মাথাপিছু GDP 570 (2014) (নমিনাল) মার্কিন ডলার।

**বাংলাদেশ :** বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। 2016 সালের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের GDP 223.94 বিলিয়ন মার্কিন ডলার; বার্ষিক GDP এর প্রবৃদ্ধি 7.1% এবং মাথাপিছু GDP 1386.51 মার্কিন ডলার।[*3] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক

---

*1. Ref. Wikipedia, the free encyclopedia

*2. **প্রবৃদ্ধি (Growth) :** নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে (১২ মাসে) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উৎপাদন বা আয়ের শতকরা পরিবর্তন। এর মান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যেকোনোটিই হতে পারে।

*3. Wikipedia, the free encyclopedia

সমীক্ষা ২০১৬ অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাথাপিছু GDP 1384 মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু GNI 1466 মার্কিন ডলার।

এ থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহের উন্নয়নের স্তর একই সারিতে নেই। বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন স্তরের মাত্রাগত পার্থক্যের কারণে জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের মধ্যে পার্থক্য ঘটে।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য চিহ্নিত করুন। |

## সারসংক্ষেপ

- পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের বা সকল শ্রেণির দেশের অর্থনৈতিক সূচক যেমন মোট জাতীয় উৎপাদন, মোট দেশজ উৎপাদন এবং মাথাপিছু আয় এক নয়। এ সকল সূচকের মান বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়। বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান সম্পদ, উন্নয়ন কৌশল, উন্নয়ন স্তর, দক্ষ জনশক্তি, উপকরণ উৎপাদন সম্পর্ক এসবের মাধ্যমে জিএনপি; জিডিপি এবং মাথাপিছু আয় প্রভাবিত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

**১। বিশ্বব্যাংক এর শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী পৃথিবীর দেশসমূহ হল–**

i. উচ্চ শ্রেণির আয়ের

ii. নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয়ের

iii. অনুন্নত

**নিচের কোনটি সঠিক?**

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

**২। নিম্ন শ্রেণির আয়ের দেশ কোনটি?**

(ক) ইথিওপিয়া (খ) চীন

(গ) জাপান (ঘ) বাংলাদেশ

# পাঠ-১২.৫ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ
## Characteristics of Bangladesh Economy

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | অর্থনৈতিক অঞ্চল, EPZ, PPP। |

গ্রাম ভিত্তিক কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশ। স্বাধীনতা-উত্তর সাড়ে তিন দশকে দেশের আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে প্রত্যাশার চেয়েও অধিক হারে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের অগ্রগতি সাধনের ক্ষত্রে একটি 'মডেল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিগত এক দশকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

**১. কৃষি :** কৃষি বাংলাদেশের প্রাণ এবং অর্থনীতিতে একক বৃহত্তম খাত। ১৯৭১ সালের তুলনায় জনসংখ্যা বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বসবাসের জন্য আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকারের নানামুখী সমর্থনসূচক কর্মকাণ্ড ও এদেশের কৃষক ভাইদের অদম্য প্রচেষ্টায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ১৪৯.৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩৮১.৭৪ ও ৩৮৪.১৯ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়।*

**২. শিল্পের উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ :** বর্তমানে সরকার শিল্প স্থাপনে অধিক উৎসাহপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করছে। নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সরকার সুপরামর্শ, বিনিয়োগ নীতি সহজীকরণ, ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা, শিল্প নিরাপত্তা বৃদ্ধি, মূলধনের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে প্যাকেজ সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করছে। এছাড়াও সরকার দেশে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা দেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ও চুক্তি সম্পাদন করছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতে মোট দেশজ উৎপাদন ছিল ৮,৭৫,৯৫৮ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দাঁড়ায় ১৫,৯৫,৬৮০ কোটি টাকা।

**৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস :** ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৭% এবং ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৩৬% এ উপনীত হয়। ২০১৬ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা (প্রক্ষেপিত) ১৫৯.৯ মিলিয়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% উল্লেখ করা হয়।

**৪. বেকার সমস্যা :** বাংলাদেশে তীব্র বেকার সমস্যা বিরাজমান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় বাংলাদেশে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার কম। যার ফলে বিনিয়োগ আশানুরূপ নয়। তাই বেকার সমস্যার তেমন উন্নতি হয়নি। তবে বৈদেশিক বিনিয়োগকারিগণ যেহেতু এদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে EPZ, 'অর্থনৈতিক অঞ্চল' চালু হচ্ছে, এছাড়া ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তনের ফলে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্যা হ্রাস পাবে।

**৫. মাথাপিছু আয় :** বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-১৩ সালে যেখানে এদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ৮৪৮ মার্কিন ডলার, তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ সালে ১৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

**৬. জীবনযাত্রার মান :** জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ এর হিসাব অনুযায়ী জীবনযাত্রার মান পূর্বের চেয়ে উন্নত হওয়ায় প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়ে পুরুষ ৬৯.১ ও মহিলা ৭১.৬ বছর হয়েছে। নিরাপদ সুপেয় পানি গ্রহণকারী ৯৭.৮%। সাক্ষরতার হার ৬২.৩%।

---

* অর্থমন্ত্রণালয় (২০১৬), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ১৮

**৭. বৈদেশিক বাণিজ্য :** বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্বে প্রচুর ঘাটতি ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন বন্ধুদেশে আমাদের দেশের পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পাবার কারণে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে। তবে এখনো বৈদেশিক বাণিজ্য অনুকূলে আসেনি।

**৮. শিক্ষার হার :** দেশে বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সাক্ষরতার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক জেলাকে সরকার 'নিরক্ষর মুক্ত' ঘোষণা করেছে। ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬২.৩% এ উন্নীত হয় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬, পৃষ্ঠা (xvii)।

**৯. সামাজিক কুসংস্কার :** বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির ফলে সামাজিক নানা কুসংস্কার নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। বর্ণবৈষম্য, বাল্য ও বহু বিবাহ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

**১০. কারিগরি জ্ঞানের প্রসার :** দেশে বর্তমানে যুবকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটছে। কম্পিউটার শিক্ষা গ্রহণ করে এর নানামুখী ব্যবহারের প্রতি যুব সমাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**১১. দারিদ্র্য বিমোচন :** দারিদ্র্য বিমোচন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুমাত্রিক জটিল ও বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উচ্চহারে বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসুচি নেয়া হয়েছে ও হচ্ছে। ফলে তাদের মাথাপিছু আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**১২. বেসরকারিকরণ :** দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারি খাত উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতকে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

এ লক্ষ্যে গঠিত বেসরকারি কমিশন কাজ করছে। সরকার সমগ্র দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership–PPP) মাধ্যমে বৃহৎ অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নত বা অনুন্নত কোনটিই নয়। দ্রুত অগ্রসরমান অর্থনীতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ এর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। |

## সারসংক্ষেপ

- স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় পাঁচ দশক শেষ হতে চললো। এ সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার একইরূপ ছিল না। দীর্ঘসময় বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের (যেমন কৃষি, শিল্প ও সেবা) তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। শিক্ষার হার ছিল নিম্ন, জনগণ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল উচ্চ। কিন্তু বর্তমানে কৃষি, শিল্প ও সেবা প্রতিটি খাতেরই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে, মাথাপিছু আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নযনশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। জনগণের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৫

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

**১। নিম্নের কোনটি বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে?**

(ক) বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে (খ) সামাজিক কুসংস্কার বৃদ্ধি পাচ্ছে

(গ) কারিগরি জ্ঞানের তেমন প্রসার ঘটেনি (ঘ) শিল্পের উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ

**২। বাংলাদেশের অর্থনীতির অতীত বৈশিষ্ট্য হল–**

i. কৃষিতে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি

ii. শিল্প উৎপাদন স্বল্প

iii. মাথাপিছু আয় স্বল্প

**নিচের কোনটি সঠিক?**

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১২.৬ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ

**Obstacles of Economic Development of Bangladesh and Initiatives of Economic Development**

**উদ্দেশ্য** **এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | কাঠামোগত পরিবর্তন, শিল্পনীতি ২০১৬। |

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে। এর পূর্বে বৃটিশ ও পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের অধীনে ছিল যথাক্রমে ১৯০ বছর ও ২৪ বছর। স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

**১. শিক্ষার অভাব :** উন্নয়নের জন্য প্রধান সহায়ক শক্তি হল শিক্ষা। পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে যেমন— নরওয়ে, জাপান, ডেনমার্ক, সিঙ্গাপুর-এ শিক্ষার হার ১০০%। অন্যদিকে ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে শুধু সাক্ষরতার হার ৬২.৩ শতাংশ। এর মধ্যে মৌলিক শিক্ষার হার এখনো অনেক কম। এ বিষয়টি বোঝা যায়, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, বিনয় বা নম্রতা, অন্যের অধিকারকে সম্মান করা এসব গুণাবলি মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে কি-না, তা হতে। এছাড়া, আধুনিক সভ্যতার উৎকর্ষতাও অর্জিত হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে।

**২. মূলধনের অপর্যাপ্ততা :** যে দেশের মূলধনের মজুদ যত বেশি, সেদেশ তত বেশি শিল্পে সমৃদ্ধ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ দেশ অনেক বেশি অগ্রসর। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব রয়েছে। আর্থিক মূলধন ও দক্ষ মানবীয় মূলধন কোনটিই পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই।

**৩. কৃষি ও শিল্পে অনগ্রসরতা :** বাংলাদেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কৃষিতে একরপ্রতি কম উৎপাদন হয়। এছাড়া শিল্প ক্ষেত্রেও অন্যান্য দেশ যেভাবে অগ্রসর হয়েছে, সেতুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে।

**৪. অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো :** যেকোনো দেশের উন্নয়নের জন্য মসৃন বা উন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো প্রয়োজন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নত নয়। যেমন— রাস্তাঘাট, সেতু, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্দর, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানি সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থা অনুন্নত। তাই উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

**৫. জনসংখ্যার চাপ :** বাংলাদেশের সীমিত ভূখণ্ডে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ও অবকঠামো সম্প্রসারিত হয়নি। ক্রমবধিষ্ণু জনসংখ্যাকে দ্রুতগতিতে মানবসম্পদে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক মানের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

**৬. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব :** এদেশের জনগণের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবমুখী কোন পরিকল্পনা অতীতে নেয়া হয়নি। অনেক সময় সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পূর্ববর্তী সরকারের নেয়া পরিকল্পনাগুলোকে বাতিল করা হয়। এরফলে সম্পদের অপচয় ও উন্নয়নের গতি ব্যাহত হয়।

**৭. প্রাকৃতিক বা খনিজ সম্পদের স্বল্পতা ও অপূর্ণ ব্যবহার :** বাংলাদেশে কিছু খনিজ সম্পদ আবিস্কৃত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। প্রয়োজনীয় মূলধন, দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবের কারণে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এখানে সম্ভব হয়নি।

**৮. দেশীয় পরিকল্পনাকারীকে অবহেলা :** যেকোনো দেশের উন্নয়নের জন্য নিজ দেশীয় পরিকল্পনাকারীকে দ্বারা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ, তারা দেশের বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারে। অতীতের সরকারগুলো এদেশের

বেশিরভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনা বৈদেশিক দাতা সংস্থার পরামর্শে প্রণয়ন করেছে। এরূপ পরিকল্পনা বাস্তবতার সাথে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় জাতীয় সম্পদের অপচয় হয়।

**৯. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বিনিয়োগ, উৎপাদন প্রভৃতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রায় অশান্ত থাকে।

উপরিউক্ত কারণসমূহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত।

## অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ

বর্তমানে সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিগত এক দশকে দেশে কাঠামোগত অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। যেমন—

**১. শিক্ষা :** সরকার সুশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন করছে। এ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে মানবতার বিকাশ, মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের ও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা।

**২. কৃষি :** দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠির সমৃদ্ধির জন্য কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। ১৯৮০-৯০ এর তুলনায় বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণেরও অধিক বেড়েছে।

**৩. শিল্প :** শিল্পখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পনীতি ২০১০ এর ধারাবাহিকতায় সরকার শিল্পনীতি ২০১৬ যুগোপযোগী করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে—

(ক) অভ্যন্তরীণ শিল্পপণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, (খ) উৎপাদিত শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাজার সৃষ্টিকরণে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং এর নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণ, (গ) আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস, (ঘ) টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশের উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ, (ঙ) পণ্যবহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং (চ) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব শিল্প বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। একই সাথে সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন। বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করায় বৈদেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়াও, বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সুসমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকার লক্ষ্যে এ খাতের উন্নয়নে সরকার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশীয় পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নানামুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কর্মসৃজন, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ সর্বোত্তম আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | (ক) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করুন।<br>(খ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কী কী? |

## সারসংক্ষেপ

- প্রত্যেক দেশই উন্নয়নের চরম অবস্থায় পৌঁছাতে চায়। বাংলাদেশেরও এ লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জন বাংলাদেশের জন্য সহজ নয়, কারণ অনেক প্রতিবন্ধকতা (বাঁধা) রয়েছে। যেমন–

  জনসংখ্যা বহুল দেশ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক, ২. সুশিক্ষার অভাব, ৩. মূলধনের স্বল্পতা, ৪. অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, ৫. কৃষি ও শিল্পে অনগ্রসরতা, ৬. উচ্চ বেকারত্ব, ৭. প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের অপর্যাপ্ততা, ৮. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ৯. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং ১০. সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা ও বিলম্ব।

- বর্তমানে সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে– ১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ, ২. শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়ন, ৩. আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, ৪. কৃষির উন্নয়নে গবেষণাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ, ৫. দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীর মাধ্যমে দ্রুত শিল্পের উন্নয়ন সাধনের দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান, ৬. প্রাকৃতিক সম্পদ অন্বেষণ ও আহরণ, ৭. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন এবং ৮. স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৬

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

**১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হল–**

i. সময়োপযোগি শিল্পনীতি বাস্তবায়ন

ii. বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন

iii. দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কর্মসৃজন

**নিচের কোনটি সঠিক?**

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

**২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ হলো-**

(ক) উচ্চ বেকারত্ব (খ) দ্রুত শিল্পের উন্নয়ন সাধন

(গ) আমলাতন্ত্রিক জটিলতা (ঘ) সুশিক্ষার অভাব

# পাঠ-১২.৭ উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি
## Economy of Developed, Under Developed and Developing Countries

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- উন্নত দেশ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- অনুন্নত দেশ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন;
- উন্নয়নশীল দেশ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | উন্নত দেশ, অনুন্নত দেশ, উন্নয়শীল দেশ। |

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা এবং উন্নয়ন কাঠামোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল দেশের অবস্থান এক সারিতে অবস্থিত নয়। কতগুলো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত অন্যদিকে অনেক দেশে দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, পুষ্টিহীনতা জনগণের নিত্যসঙ্গী। বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তরের প্রেক্ষিতে পৃথিবীর দেশসমূহকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা : (ক) উন্নত দেশ, (খ) অনুন্নত দেশ এবং (গ) উন্নয়নশীল দেশ।

### (ক) উন্নত দেশ

উন্নত দেশ বলতে স্ব-নির্ভর অর্থনীতি যে দেশে বিরাজমান, সেরূপ দেশকে নির্দেশ করে। উন্নত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন যে, মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশি, প্রকৃত জাতীয় আয় অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমাজের সম্পদের তুলনায় কম, বেকারত্বের হার নগন্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রমাগত উদ্বৃত্ত ভোগ করে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত।

**উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য :** উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ—

**১. আর্থিক কাঠামোগত পরিবর্তন :** উন্নত দেশসমূহে আর্থিক কাঠামোগত পরিবর্তন অর্থাৎ ব্যাংক, বীমা প্রভৃতির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যে দেশটি একসময়ে কৃষি নির্ভর ছিলো তা এখন হয়েছে শিল্প নির্ভর।

**২. অধিক উৎপাদন ও আয় :** উন্নত দেশসমূহ পুঁজি নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করে বিধায় অধিক উৎপাদন হয়। তাই এসকল দেশের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয়ও অধিক হয়।

**৩. উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা :** আমরা জানি, 'Transport is civilization'. অর্থাৎ পরিবহনই সভ্যতা। উন্নত দেশগুলোর এ খাত অনেক উন্নত বিধায় জ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

**৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার :** উন্নত দেশে শিক্ষার হার উচ্চ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যাপক প্রসারের কারণে এর সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। তাই এসকল দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে।

উন্নত দেশসমূহে ব্যাপক বা পর্যাপ্ত মূলধন রয়েছে। এসকল দেশ বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে থাকে। এখানে দ্রুত ও বিস্তৃত নগরায়ণ ঘটে। জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক উন্নত এবং বেকার সমস্যার তীব্রতা কম। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, লুক্সেমবার্গ, ইতালি, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশকে উন্নত দেশ বলা যায়।

### (খ) অনুন্নত দেশ

যেসব দেশের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে কৃষিনির্ভর, কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাব রয়েছে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুন্নত এবং জনগণ নিম্ন জীবনযাত্রার মান ভোগ করে, সেসব দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়।

এদেশে শিক্ষার হার স্বল্প, জনসংখ্যা অধিক, বেকারত্ব অধিক, মূলধন কম, কম উৎপাদন, মাথাপিছু আয়ও কম হয়। অনুন্নত দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভাব রয়েছে। এখানে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। এসব দেশের জনগণ অদক্ষ। অনুন্নত দেশের জনগণ তীব্রভাবে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। বর্তমানে ইথিওপিয়া, সিয়েরালিওন, মোজাম্বিক, মালি, আফগানিস্তানকে অনুন্নত দেশের শ্রেণিভূক্ত করা যায়।

### (গ) উন্নয়নশীল দেশ

যে সব দেশের জনগণ উন্নত জীবনযাত্রার মানের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, সচেতনভাবে উন্নতির চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, দেশের সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমশ উন্নতির পথে ধাবিত হচ্ছে, যার ফলে ভবিষ্যতে এ সমস্ত দেশের উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব দেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়।

এ দেশগুলো এক সময় অনুন্নত ছিল, অর্থনীতি ছিল স্থবির। কিন্তু বর্তমানে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে, মোট উৎপাদন প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা অর্জনের চেষ্টা চলছে। মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নয়ন সাধন হচ্ছে। বিভিন্ন কুসংস্কার হ্রাস পাচ্ছে। এসব দেশে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়ছে।

বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তানসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশ উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণিভুক্ত। তবে উন্নয়নশীল সকল দেশের অবস্থান এক সারিতে নেই।

**শিক্ষার্থীর কাজ**

উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহের তালিকা প্রস্তুত করুন। যেমন—

| বিষয় | উন্নত দেশ | অনুন্নত দেশ | উন্নয়নশীল দেশ |
|---|---|---|---|
| শিক্ষা | | | |
| মাথাপিছু আয় | | | |

## সারসংক্ষেপ

**উন্নত দেশ :** স্ব-নির্ভর অর্থনীতি যে দেশে বিরাজমান, সেরূপ দেশকে উন্নত দেশ বলে। উন্নত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন যে, মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশি। জাতীয় আয় অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পায়, সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম, বেকারত্বের হার নগণ্য এবং জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত।

**অনুন্নত দেশ :** অনুন্নত দেশ বলতে কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশকে নির্দেশ করে। এসব দেশে শিক্ষার হার স্বল্প, মূলধন স্বল্প, মাথাপিছু আয়ও স্বল্প হয়। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দূর্বল। জনগণ অদক্ষ হয়।

**উন্নয়নশীল দেশ :** এ সকল দেশের অর্থনীতি একসময় স্থবির ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে উন্নত জীবনযাত্রার মানের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ সচেতনভাবে উন্নতির চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ফলে শিক্ষার হার, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত বাড়ছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৭

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

**১। স্ব-নির্ভর অর্থনীতির দেশে–**

i. বেকারত্বের হার অধিক

ii. মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার বেশি

iii. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রমাগত উদ্বৃত্ত ভোগ করে

**নিচের কোনটি সঠিক?**

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

**২। নিম্নের কোনটি উন্নয়নশীল দেশ?**

(ক) লুক্সেমবার্গ (খ) সিয়েরালিওন

(গ) মালি (ঘ) নেপাল

**৩। নিম্নের কোনটি উন্নত দেশ?**

(ক) বেলজিয়াম (খ) মোজাম্বিক

(গ) শ্রীলঙ্কা (ঘ) ভারত

# পাঠ-১২.৮ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

## Economic Relationship of Bangladesh with Developed and Developing Countries

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের অবস্থান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)। |

উন্নত দেশ বলতে, যে দেশের শিক্ষার হার অধিক, মূলধন অধিক, শিল্প নির্ভর, উৎপাদন অধিক, জাতীয় আয় অধিক, মাথাপিছু আয় অধিক, কুসংস্কার মুক্ত এবং উন্নত জীবনযাত্রা ভোগ করে, সেসব দেশকে বোঝায়।

অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশ বলতে, যে সব দেশ একসময় কৃষি নির্ভর ছিল, মূলধন স্বল্প, শিক্ষার হার কম, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান কম ছিল, কিন্তু বর্তমানে—শিল্পে অগ্রসর হচ্ছে, মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষার হার বাড়ছে, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে—সেসব দেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থবির নয়, গতিশীল।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নশীল দেশের অনুরূপ। গত শতাব্দীর ৮০ ও ৯০ দশকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও আজকের বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঐ সময়ে বাংলাদেশে শিক্ষার হার স্বল্প, বেকারত্ব অধিক, উৎপাদন স্বল্প, আমদানি অধিক, রপ্তানি কম ছিল। জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ও কম ছিল। অধিকাংশ মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল বন্যা ও অভাবগ্রস্ত দেশ। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ অন্যরকম। উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান বাংলাদেশ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে অভাবনিয় উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারা অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীখাত, সেবা খাত, শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতে প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ আসছে। জাপান, চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত,মালয়েশিয়াসহ অনেক বন্ধুপ্রতিম দেশ থেকে প্রচুর বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা (প্রকল্প ও অর্থ সহায়তা) পাচ্ছে।

সারণি : ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment) এর পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) :

| উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ | |
|---|---|
| জাপান | ২.০ |
| হংকং | ৭০.৫ |
| যুক্তরাজ্য | ০.৮ |
| জার্মানী | ২.০ |
| সিংগাপুর | ০.২ |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ১.৪ |
| চীন | ০.৫ |
| গ্রীস | ৭.৪ |
| নেদারল্যান্ড | ৬.০ |

| উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ | |
|---|---|
| ভারত | ০.৫ |

উক্ত বছরে মোট প্রাপ্ত FDI ছিল ৯২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

সূত্র : অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ৫৪

শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করছে। এ ধারাবাহিকতায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ হতে ক্রমাগত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন–

সারণি : বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০১-২০১৫ (মিলিয়ন মা. ডলার)

| বছর | ২০০১ | ২০০৪ | ২০০৭ | ২০১১ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ (ডিসেম্বর পর্যন্ত) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDI | ৩৫৫ | ৪৬০ | ৬৬৬ | ১১৩৬ | ১৫৯৯ | ১৫২৭ | ২২৩৫ |

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৬), পৃষ্ঠা ২১৮

সূত্র : এন্টারপ্রাইজ সার্ভে, বাংলাদেশ ব্যাংক

বর্তমান সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পাশাপাশি যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাও বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে। বাংলাদেশে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উন্নত দেশ/অঞ্চলসমূহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, চীন, জাপান, ডেনমার্ক, কানাডা, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, তুরস্ক, ইতালী, হংকং, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, জার্মানী, অষ্ট্রেলিয়া, মরিশাস উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, ভারত, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, আফ্রিকা, লেবানন, নাইজেরিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্ক উন্নয়নের ফলে দক্ষ, স্বল্প দক্ষ এমনকি অদক্ষ শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বিদেশে কর্মসংস্থান হচ্ছে। ক্রমাগত বিদেশে শ্রমশক্তি রপ্তানি যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ। ১৯৮৫-৮৬ সালে এ খাত হতে বাংলাদেশে এসেছে ৫৫৫.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫,৩১৬.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। বাংলাদেশের জনশক্তির ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার পাশাপাশি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে কর্মসংস্থান হচ্ছে।

এছাড়া, তৈরী পোশাক শিল্পে উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাজারে ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। চা, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য এবং বাংলাদেশী সফট্ওয়্যার এর বাজারও উল্লিখিত দেশসমূহে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের রয়েছে—'ভূ-রাজনৈতিক' সুবিধা। বাংলাদেশের দু'পাশে রয়েছে অর্থনৈতিক দু পরাশক্তি—চীন ও ভারত। রয়েছে সমুদ্র বন্দর, গভীর সমুদ্রে আসা-যাওয়ার উন্মুক্ত পথ, বিমান বন্দর, উন্নত সড়ক যোগাযোগ এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ।

এসকল কারণে বাংলাদেশের 'ভূ-খণ্ড' অনেক বেশি আকর্ষণীয় উন্নত দেশ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া এবং জাপানের নিকট। আবার উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভারত, মালয়েশিয়া এবং আরব বিশ্বের সাথেও বাংলাদেশের সুগভীর উন্নয়ন সম্পর্ক বিরাজ করছে।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক কিরূপ বলে মনে করেন? মতামত লিখুন। |

## সারসংক্ষেপ

- বর্তমানে কোনো দেশ এককভাবে 'একলা চলো নীতি' অনুসরণ করে চলতে পারে না। একইভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতির খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ বাংলাদেশ হতে কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পের মধ্যে তৈরী পোশাক অধিক আমদানি করলেও বাংলাদেশ উন্নত দেশসমূহ হতে মূলধন দ্রব্য, প্রকল্প, প্রযুক্তি ও পরামর্শক আমদানি বা সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া এসকল দেশ হতে প্রয়োজনে খাদ্য সাহায্যও গ্রহণ করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৮

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

**১। উন্নত দেশ বাংলাদেশ হতে কী আমদানি করে?**

(ক) মূলধন দ্রব্য (খ) প্রকল্প (গ) প্রযুক্তি (ঘ) কৃষিজাত দ্রব্য

**২। বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা পাচ্ছে নিম্নোক্ত দেশসমূহ হতে–**

i. জাপান
ii. মায়ানমার
iii. চীন

**নিচের কোনটি সঠিক?**

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

**১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।**

২০১৬ সালে 'A' দেশের জনগণের মোট ভোগ ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা এবং বিনিয়োগ ব্যয়৩০০ কোটি টাকা। দেশটির সরকার জনগণের কল্যাণে আরও ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করেন। এছাড়া আমদানি দ্রব্যের মূল্য বাবদ দেশটি ৬০০ কোটি টাকা পরিশোধ করেন এবং রপ্তানি বাবদ ৩৫০ কোটি টাকা আয় করেন। 'B' দেশের বাসিন্দা মি. 'X' উচ্চ বেতনে 'A' দেশের একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তিনি প্রতি বছর তাঁর পরিবারের জন্য নিজ দেশে টাকা প্রেরণ করেন।

(ক) উন্নত দেশ কাকে বলে? ১
(খ) অনুন্নত দেশের উন্নয়নে 'শিক্ষা' কীভাবে সহায়তা করে? ২
(গ) তিন খাত বিশিষ্ট বদ্ধ অর্থনীতিতে ২০১৬ সালে মোট দেশজ উৎপাদন কত তা উদ্দীপকের আলোকে নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) মি. X এর অর্জিত আয় 'A' দেশ ও 'B' দেশের GDP কে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৪

**২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।**

X দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান সবকিছু অধিক হলেও Y দেশের জনগণের শিক্ষার হার, মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান পূর্বে অনেক কম ছিল কিন্তু বর্তমানে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। Y দেশ হতে X দেশ কৃষিজাত দ্রব্য আমদানি করলেও Y দেশ X দেশ হতে বিভিন্ন প্রকল্প সাহায্য, মূলধন দ্রব্য, প্রযুক্তি ও পরামর্শক সাহায্য গ্রহণ করছে।

(ক) প্রত্যক্ষ কর কাকে বলে? ১
(খ) 'বেসরকারিকরণ' বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২
(গ) উদ্দীপকে কোনটি উন্নত দেশ তার ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখ। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত দেশসমূহের মধ্যে কোনটির সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতির মিল রয়েছে? বুঝিয়ে লিখ। ৪

## উত্তরমালা :

**পাঠ ১২.১** ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ক
**পাঠ ১২.২** ঃ ১। ঘ ২। গ
**পাঠ ১২.৩** ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ
**পাঠ ১২.৪** ঃ ১। ক ২। ক
**পাঠ ১২.৫** ঃ ১। ঘ ২। গ
**পাঠ ১২.৬** ঃ ১। ঘ ২। খ
**পাঠ ১২.৭** ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ক
**পাঠ ১২.৮** ঃ ১। ঘ ২। খ